ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার- ১৮

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ছাপাছাপির অগ্রগতি ও শিশু সাহিত্যের কিছু কথা

।।বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী।।

পঞ্চাশ বছর আগে আমরা যখন ছোটোদের জন্যে কাগজ করার কথা ভাবি এবং উদ্যোগ নিই স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তখন ছাপা, ছবি, ব্লক, কাগজ, বাঁধাই-আজকের মতো এতোটা সহজ ছিল না। বই ছাপতে গেলে খুঁজে বের করতে হতো ভালো কম্পিউটার যিনি কম্পোজ করার সময় ভুল খুব কম করেন, যাদের রয়েছে শিল্প সুন্দর নান্দনিক মন। প্রেস মালিক নিজেও সাহিত্য ভালোবাসেন তো। একটা খোঁপ খোঁপ কেইসে অক্ষর, আকার-ইকার সাজানো, জিঙ্কের হরফ, গিল লেড, স্পেইস, কম্পোজ কতটুকু হয়েছে জানতে চাইলে-এক স্টিক, দুই স্টিক, গ্যালি, ফুল পেইজ, হাফ পেইজ-এইসব বলতেন। প্রুফ দেখা হতো কাঁধের মধ্যে হরফগুলোর কম্পোজ রেখে হালকা কাগজে সামান্য জল ছিটিয়ে, হরফের উপর রেখে পা দিয়ে চেপে চেপে। সেই কাগজ শুকালে সাবধানে প্রুফ দেখতে হতো। ছাপা হতো টেডেল মেশিনে, কখনও পা দিয়ে প্যাডেল চেপে, হাত দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে অথবা মেশিনে বিদ্যুৎ-এর সাহায্যে। দু'রঙের ছাপা হলে মেশিন, রুলারের রং পরিস্কার করে নতুন রঙ দিয়ে ছাপতে হতো ঠিকঠাক রঙটা আসছে কিনা তা দেখে। যত রঙ ততবার মেশিন রুলার পরিস্কার করে দিতে হতো। ব্লক মানে লিনোসিট নরুন দিয়ে কেটে কেটে উল্টো ছবি একে কাঁধে ঠিক মাপ মতো লাগিয়ে তারপর মেশিনে। অথবা উডকাট অর্থাৎ কাঠ খোদাই করে ব্লক। কখনও সাইক্লোস্টাইলে লোহার কলম দিয়ে লিখেও সাইক্লো মেশিনে ছাপিয়ে কাগজ করেছেন কেউ। একটা টেনশন নিয়ে ছাপার সময় মেশিনের কাছে দাঁড়িয়ে দেখা। রঙ, ঠিকঠাক ছাপা হচ্ছে কিনা।

কম্পিউটার, জেরক্স ইত্যাদি আসার সাথে সাথে দ্রুত পাল্টে গেছে সেই সব দিন। লিনোকাট, উডকাটের সেই পরিশ্রম এখন আর নেই। এমনকি জিঙ্ক ব্লক, যা মেশিনে করা হতো সেসব এখন আর কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণে ছাপা ও ছাপাখানার দ্রুত উন্নতি ঘটায় এখন সবই কম্পোজ হচ্ছে, ছবি স্কেন করে লেখার সাথে বসিয়ে দেয়া, প্রচ্ছদ অলংকরণ সবই খুব সহজে হয়ে যাচ্ছে। এবং যেসব লেখা এমনকি গোটা বইয়ের পিডিএফ কপি এক মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র। যেমন খুশি, যত খুশি বই ছাপানো যাচ্ছে এবং উন্নত মেশিনে এখন ছাপা বাঁধাই একসাথে হয়ে যাচ্ছে উন্নত ছাপার মেশিনে। ইচ্ছে করলে ঘরে বসেও পুরো কম্পোজ করা যায়, ছবি একে মোবাইল টু মোবাইল কিংবা ই-মেইলে পাঠিয়ে দেয়া যায়। দেখা গেছে মাত্র সাতদিনে বই ছাপা বাঁধাই, লেমিনেশন হয়ে চলে আসছে।

ছাপার জগতে এমনি বিপ্লব ঘটায় প্রতি বছর বাড়ছে প্রকাশক, প্রকাশিত বই। নতুন লেখক, নতুন বইয়ে জমজমাট বই মেলা তাই আজ উজ্জ্বল। তবে এখনও আমরা বই ছাপতে কলকাতা, গৌহাটি ছোটাছুটি করি। এই ছোটাছুটি কমে গেলে, ছাপা-বাঁধাই কাগজের সব সুবিধা পেয়ে গেলে প্রকাশক লেখকের আরও অনেকটা অর্থ সাশ্রয় হবে।

২য় পাতায়

যেহেতু ছোটদের নিয়ে কাজ করে বেশি আনন্দ পাই তাই বলবো ছোটদের নিয়ে আরও আরও বই এখানে প্রকাশ হলে এবং সে সব বই যদি রঙিন করা যায় তাহলে শিশু সাহিত্যের কল্যাণ হবে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন ‘‘ছোটদের জন্যে না লিখলে কলম শুদ্ধ হয় না’’। অর্থাৎ শিশুদের সার্বিক কল্যাণে তিনি চেয়েছেন ছোটদের জন্যে সবাই কলম ধরুক, লিখুক। আমাদের শিশু সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হোক। প্রতি ঘরে ঘরে অন্তত এক আলমারি বই থাকুক, বড়রা ছোটদের বই পড়ে গল্প শোনাক। উৎসবে অনুষ্ঠানে শিশুদের বই উপহার দিক। তাহলেই ছোটদের বই পড়ার অভ্যাস বাড়বে, কমবে মোবাইলের নেশা। কল্যাণ হবে শিশুদের, কল্যাণ হবে দেশের।

****